হৃদয় বীণার কাব্য ■ এম রুহুল আমিন রুবেল

[M Ruhul Amin Rubel, Khalishpur, Khulna. Mob: 01710-240242]

নিজের বিশেষ কোনো গুণ আছে কিনা তা জানিনা। তবে লেখালেখির আগ্রহ রয়েছে অনেক আগে থেকেই। বাবা- মোঃ শাহ্‌জাহান, মা- মমতাজ বেগম। জন্ম- ঝালকাঠী জেলার লাটিমশার গ্রামে। ছোট বেলায় খুলনার খালিশপুরে এসে লেখাপড়া শুরু করি। বর্তমানে লেখাপড়ার পাশাপাশি কম্পিউটার ব্যবসায় জড়িত। লেখাপড়া ও কাজের মাঝে মনের চেতনার তাড়নায় এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। লেখার মাঝে থাকতে যদিও ইচ্ছে করে ব্যাপক, তবে কর্ম ব্যস্ততার কারণে সেটা আর ততটা সম্ভব হয় না। আমি আশাবাদী যে, এ কবিতা গুচ্ছ সকলের মনের কোণে স্থান পাবে। শুধু প্রেরণার আশায় নয়, নিজেকে বিকশিত করার বাস্তব পথ খুঁজি জীবনের প্রতিটি পদচারণায়। সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

- এম রুহুল আমিন রুবেল

স্বাধীনতা
গ্রাফিক্স ডিজাইনঃ স্বাধীনতা কম্পিউটারস
মোবাইলঃ ০১৭১০-২৪০২৪২

কবিতা

হৃদয় বীণার কাব্য

এম রুহুল আমিন রুবেল

রচনায়	**ঃ এম রুহুল আমিন রুবেল**
প্রথম প্রকাশ	ঃ ২১ শে বই মেলা ২০১১
স্বত্ব	ঃ লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ	ঃ এম রুহুল আমিন রুবেল
প্রকাশনায়	ঃ এস এম পাবলিকেশন্স।
বর্ণ বিন্যাস	ঃ স্বাধীনতা কম্পিউটারস্ খালিশপুর, খুলনা। মোবাইলঃ ০১৭১০-২৪০২৪২। E-mail: shadinota_71@yahoo.com

মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা

Hriday Binar Kabbo, M. Ruhul Amin Rubel,
Mob: 01710-240242, E-mail: shadinota_71@yahoo.com

প্রারম্ভিকা

প্রকৃতি মানুষের জীবনের কোনো অধ্যায়কে করেছে বিরহের স্পর্শে নীলাভ, আবার কিছু অধ্যায় করেছে সুখের নন্দিত প্রান্তর। আমাদের এ আনন্দ বেদনার কিছু মুহূর্ত আমরা হারিয়ে যেতে চলেছি। জীবনের কিছু স্মৃতি চিরদিনের— হোক তা আনন্দ অথবা বেদনার। মানুষ এই স্মৃতিকে ধরে রাখে বিভিন্ন পন্থায়। তবে সবচেয়ে সনাতনী পদ্ধতি হলো ছন্দ আকারে কাব্য রূপ। আমরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে পরবর্তীতে স্মৃতিকে উপস্থাপন করতে পারি। জীবনান্তে যখন নিস্তব্ধতা ঘিরে ফেলবে– তখন এ স্মৃতি, মর্মস্পর্শী অনুভূতি আনয়নে সক্ষম হবে। বিদীর্ণ হৃদয় স্মৃতির কালিতে পূর্ব মূহুর্ত এঁকে দিবে দৃষ্টির অন্তরালে– তবে, তা হবে অপ্রকাশিত প্রকাশ। এই ছন্দমালা কাউকে যেনো অতীত মনে করিয়ে অনুভূত করে, তার-ই প্রচেষ্টায় আমার এ ছন্দ কাগজ বন্দী। এ ছন্দ জীবনের স্বার্থহীন সঙ্গী। ছন্দ মাঝে হারিয়ে যাবার বাসনা মনাঙ্গনে ধূলি-ধূসরিত, বাস্তবতায় নেই এক কানাকড়ি। বর্তমান কাব্য কাননে ছন্দের সংকটে আমি উদাসীন। আমি দ্বীনহীন তাই হৃদয় বীণার কাব্য উৎসর্গ করলাম— মনের কোণে স্থান নেওয়ার বাসনায়।

- এম রুহুল আমিন রুবেল

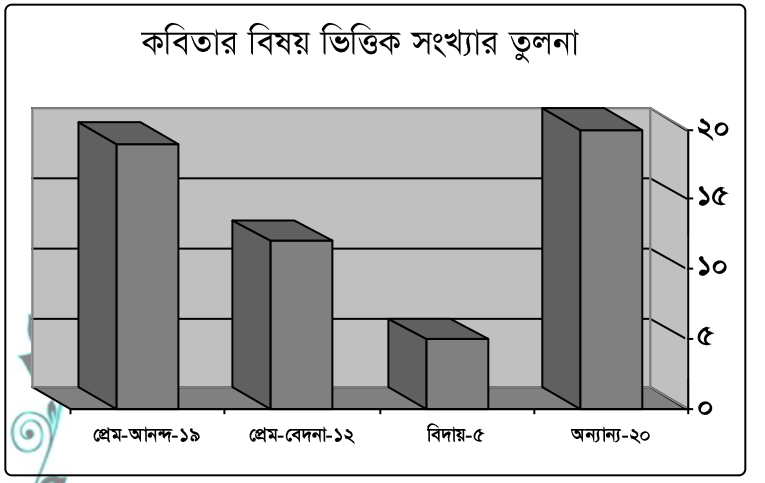

উৎসর্গ

যাদের দৃষ্টি ভঙ্গি আমায়
লিখতে প্রেরণা দিয়েছে।

সূচীপত্র

কবিতা	পৃষ্ঠা
অধরা	৭
আমি তোমাতে...	৮
হারিয়ে যাই বৃন্দাবনে	৯
নিষ্ঠুর সহচর	১০
জলস্নাত হিয়ায়	১১
স্মরণে স্মৃতিচারণ	১২
এক পল্লব	১৩
হস্খানি বাড়াও	১৪
অপ্রতিভ আমি	১৫
নিরাশার নীলাকাশ	১৬
সিক্ত হতে চাই	১৭
অপেক্ষা তোমার জন্য	১৮
সুরহীন বেহালা	১৯
মিথ্যে প্রেমের মায়ায়	২০
হয়তো আমি যোগ্য নই	২১
দৃষ্টি পড়েছে...	২২
হারিয়ে ফেলেছি...	২৩
আমি তুচ্ছ	২৪
তুমি নদী আমি জল	২৫
আজ জন্মদিন তোমার	২৬
সুখময়ূরী	২৭
কাঁদি যদি	২৮
মনউদাসী	২৯
সুখ পাখি	৩০
শুধু দু'জনে	৩১
তুমি তো এলেনা	৩২
মন ঝিল	৩৩
প্রতারক	৩৪

কবিতা	পৃষ্ঠা
প্রাণও সই	৩৫
বাজছে সানাই	৩৬
প্রথম তারা	৩৭
একাকী	৩৮
ফুল	৩৯
বিদায় বন্ধু বিদায়	৪০
স্বপ্নপুরী	৪১
জল বধুয়া	৪২
এসো প্রিয়া	৪৩
তোমায় ভালোবেসে	৪৪
সেই তুমি	৪৫
তুমি আর আমি	৪৬
জন্ম আমার দুঃখ পেতে	৪৭
বিবাগী	৪৮
ফিরবো নীড়ে	৪৯
বর্ষের শেষে	৫০
বর্ষের প্রথমে	৫১
কেমন জন্ম দিন?	৫২
ভাবিনি কাঁদবো	৫৩
মেঘের চূড়া	৫৪
প্রিয়া তুমি	৫৫
তুমি আমার নদী	৫৬
হে— প্রিয় মানসী	৫৭
ভেঙ্গোনা স্বপ্নভূমি	৫৮
ফুল বাগানের মালি	৫৯
মা যখন কাছে নেই	৬০
হারিয়ে গেছে বাবা	৬১
বিদায় চিরন্ন	৬৪

অধরা

অপরূপা, তোমার সব সৌন্দর্য— তোমার অধরে,
কেনো আমায় উদাস করো, কাঁপন তোলো অন্তরে?
তোমার দৃষ্টি, সৃষ্টি করতে পারে— কৃষ্টি,
হীন পথযাত্রী আমি, রুদ্ধ করিনা দৃষ্টি।

উড়ছে বায়ুতে মোর নিশ্বাস প্রাণের,
আছে হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস, যদি বাধা হয় বরণের।
অচেনা তুমি কেনোই বা আমার প্রাণ কেড়েছো?
বিছিয়েছো মোর হৃদয়ে, কোন বাতাসে পাল তুলেছো?

অপেক্ষার প্রহর কেনো প্রতিটি পদচারণায়?
হিয়ায়— আমার হিয়ায়, তুমি সকল রচনায়।
কিছু দিন পূর্বে এমন তো হতো না দৃষ্টি ছিলো নীচু,
মোর প্রাণো দ্বারে বুঝি প্রেম এসে শির করেছে উঁচু।

আমি জানি, আমার দৃষ্টি— একটও তোমায় ভাবায়,
তুমি জ্বলছো; জ্বলছো তুমি, হয়তো প্রেমের উষ্ণ আভায়।
তুমি জ্বলে হয়োনা ছাই, না জ্বলেও নিভো না,
আমি আর তোমায় নিভাতে দীর্ঘশ্বাস নিবো না।

এগিয়ে কিছু দূর, দেখো তো তুমি, আমার ছায়া কই?
তুমি পাবেনা আমায়, খুঁজে ছায়ায়; তবুও আমি রই।
বলবো কোথায়? তোমার ভাবনায়— ভাবো একবার,
তবে চলোনা, এক-ই সাথে, পার হই এ— পারাবার।

অধর-ঠোঁট; কৃষ্টি- সংস্কৃতি; রুদ্ধ-বন্ধ; হিয়া-হৃদয়; দ্বার-দরজা; শির-মাথা; উষ্ণ- তীব্র; পারাবার-সাগর।

আমি তোমাতে...

ওহে— পর্ণ শিশির বিন্দু, আমি তোমাতে—
চেয়েছি ওগো, হৃদয়ে আমার, নিবিড় ভাবে জড়াতে।
হৃদয়ে আমার তুমি যেনো— নীলাভ স্বরস্বতি,
আমি যে বন্দী, ওগো— রূপান্তর মোর গতি।
প্রাতে স্নাত পদ্ম পাতার মতো— ওই নয়ন,
উদাস করে তোলে আমায়— বিমুখ করে শয়ন।
প্লাবণ মনের ঊর্মি মালায় আছড়ে পড়েছে মন,
উত্তাল যেনো হৃদয় মরু সূচনার রণ-ক্ষণ।
স্বন্ধ করতে সমর মম প্রাণের ওহে—
আজ ছুটেছি উদাস মনে, হয়তো প্রেয়সী মোহে।
সে প্রেয়সী একদা ধরা দিবে, আমার দৃষ্টিপাতে,
ক্ষণটি হবে আঁধার-আলোর কোনো জ্যোৎস্না রাতে।
সে জন- নিরন্তর, উড়িয়ে কেতন, ডাকবে বারে বার,
ফিরবো রণ ক্ষেত্র হতে, পার হয়ে— সপ্ত পারাবার।
ভাবছি কি শুধু অযথা-ই আমি, ভাবছি জাগি নিশি?
পারবো নাকি করতে আপন— তোমায় ভালোবাসি?

পর্ণ-পাতা; নীলাভ-নীল; রূপান্তর-পরিবর্তন; প্রাত-সকাল; স্নাত-ভেজা; নয়ন-চোখ; ঊর্মি-ঢেউ; রণ-যুদ্ধ; সমর-যুদ্ধ; প্রেয়সী-প্রেমিকা; নিরন্তর-একটানা; কেতন-পতাকা; সপ্ত-সাত; পারাবার-সাগর; নিশি-রাত।

হারিয়ে যাই বৃন্দাবনে

তুমি দক্ষিণা বাতায়নে, চেয়ে আছো— আনমনে,
আমি নিরুদ্দেশ তোমার মাঝে, হারিয়ে যাই বৃন্দাবনে।
প্রাতে তুমি উদিত রবি, পূবের আকাশ তলে,
মধ্যাহ্নে প্রতিবিম্ব— দীঘির নিবিড় জলে।
সাঁঝের বেলায় তুমি যেনো, শিশির ভেজা পদ্ম,
নিশি-রাতে তোমার রূপে— জ্যোৎস্না, তারা বদ্ধ।
আমি তুচ্ছ, তোমার তরে— আলোক বাতি জ্বেলে,
করবো বরণ প্রদীপ আলোয়, তোমায় কাছে পেলে।
নিঃস্ব আমি আমার কাছে নেই তো কিছু এছাড়া,
ভাবছি এমন নিঃস্ব হয়ে কোন উপায়ে পাই সাড়া।
আমার রূপের দীপ্ততা নেই— আছে শুধু রিক্ততা,
ব্যর্থ সমর সৈনিক আমি, অগ্রে বরণ ব্যর্থতা।
তবুও কেনো তোমার রূপে আজও আমি বন্দী?
কেনো হতাশ মনটা করে নিরাশার সাথে সন্ধি?
তোমার রূপের বর্শা কেনো, মারলে তুমি ছুড়ে?
যেতে পারিনা তোমার কাছে, থাকোই তুমি দূরে।

বাতায়ন-জানালা; নিরুদ্দেশ-উদ্দেশ্যহীন; মধ্যাহ্ন-দুপুরবেলা; প্রতিবিম্ব-প্রতিফলিত; দীপ্ততা-উজ্জ্বলতা; রিক্ততা-শূন্যতা; সমর-সংগ্রাম; অগ্র-প্রথম; প্রাত-সকাল।

নিষ্ঠুর সহচর

পড়ন্ সীমান্ শান্ ক্ষান্,
দুরন্ জীবন তো ভ্রান্তায় অন্।
এখন এ মন সারাক্ষণ ম্রিয়মাণ,
অকারণ নিরঞ্জন এ মন— বিবর্তন।
পীড়িত নিয়তি তো আর্ত অবিরত,
বুঝিনি তো প্রীতি তো তোমারি তো অভিনাত।
নিষ্ঠুর সহচর বারবার করে অঙ্গার,
আমার অন্র অম্বর তার তরে তবুও— উজাড়।
ভেবোনা যাতনা পাবেনা করিনা কামনা,
দিওনা বেদনা ভুলোনা ললনা।
স্বহৃদয় হৃদয়ে দিয়ে আমায় আশ্রয়,
কি উপায়— বেদনায় কাঁদায় আমায়?
প্রেয়সী ভালোবাসি দিবা-নিশি,
নব শশী হয়ে রবে হৃদয়ে— প্রিয় মানসী।

পড়ন্-পড়েছে যা; দুরন্-অশান্; ভ্রান্-ভুল; অন্-শেষ; ম্রিয়মাণ-বিষণ্ন; নিরঞ্জন-নির্মল; বিবর্তন-পরিবর্তন; পীড়িত-ব্যথিত; আর্ত-ব্যথাগ্রস্থ; অবিরত-চলমান; প্রীতি-প্রেম; সহচর-বন্ধু; অঙ্গার-অগ্নিশিখা; অম্বর-আকাশ; উজাড়-বিলিয়ে দেয়া; ললনা-প্রেয়সী নারী; স্বহৃদয়-বন্ধু; নিশি-রাত; নবশশী-নতুন চাঁদ।

জলস্নাত হিয়ায়

বিস্রুত তনু আজি ভাবিয়া তন্ময়,
মহিতে রয়, বিবিধ হৃদয়, হীনা প্রণয়।
মম প্রাণ তাহা— তুমি তো নও, গড়িয়াছো প্রেম সিন্ধু,
প্রেয়সী ধারণ করিয়া বক্ষে, নিয়াছো জল বিন্দু বিন্দু।
হীন বারিরাশি পরিণত নিবিড় সরোবরে,
ভিড়ায়েছো নাও আড়ালে, নিথর দীঘির চরে।
তবু জলস্নাত হিয়ায়, মিছে খুঁজিয়া প্রমিলা,
কাল করিয়াছো ক্ষয়, প্রাত করিয়াছো বেলা।
কোনো ললনা হয় নাই আপন, করিতে পারোনাই সন্ধি,
করিবে কেমনে, মনের তীরে যে— সিন্ধুবারি বন্দী।
সায়াহ্নে যবে ডাকিলো সেই সিন্ধুবারি, তুমি তো নন্দিত,
নাহি করিয়া তিলার্ধ কাল ক্ষেপন, মুদিয়া নয়ন করো আদৃত।
দাড়াইয়া পল্বল পাড়ে আমি, নয়ন— করিয়া প্রসার,
দেখি পশ্চাৎ ফিরি জল হীন জলাধার, সম্মুখে জোয়ার।

বিস্রুত-ঝরে পড়েছে এমন; তনু-দেহ; তন্ময়-একাগ্রচিত্ত;
মহি-পৃথিবী; প্রণয়-প্রেম; মম-আমার; সিন্ধু-সাগর;
প্রেয়সী-প্রেমিকা; বক্ষে-বুকে; বারি-পানি; সরোবর-সাগর;
প্রমিলা-নারী; প্রাত-সকাল; ললনা-প্রেমিকা; সায়াহ্নে-সন্ধ্যায়;
নন্দিত-আনন্দিত; তিলার্ধ-স্বল্প; কাল-সময়; মুদিয়া-বন্ধ করিয়া;
আদত-আগ্রহের সঙ্গে গৃহীত; পল্বল-ক্ষুদ্র জলাশয়;
পশ্চাৎ-পিছনে; জলাধার-জলাশয়।

স্মরণে স্মৃতিচারণ

একদা যেনো ছিলে তুমি মোর হিয়ায়,
তবে কেনোই দিতে চাও মোরে বিদায়?
তোমারে খুঁজে পেয়েছিনু; বড়-ই দুঃখে,
স্বার্থের তরেই তাই বুঝি আজ রূখে।
কোন সে— সুখের আশায় হারালে সুখ,
আড়াল করে রাখো কেনো তব ও— মুখ?
ছিলে— হে তুমি চপলা নিরন্র-সদা,
আজি কেনো নিশ্চল তুমি চঞ্চলা রাধা?

রিক্ত অধর কাঁপে আজ কিছু বলতে,
এক-ই সাথে যুগল সে পথে চলতে।
শুনতে গীতি সে সুরে নীরব-নিশিতে,
জ্যোৎস্নায় নেমে ভিজতে নব-শশীতে।
আজ স্মৃতির মাঝে উপচে পড়া ঢেউ,
নিবিড় আমি একা, নিলোনা খোঁজ কেউ।

হিয়ায়- হৃদয়ে; রূখে-সরে; তব-তোমার; চপলা-চঞ্চলা;
নিরন্র-সর্বদা; রিক্ত-শূন্য; অধর-ঠোঁট; যুগল-জোড়া;
শশী-চাঁদ; নিবিড়-শান্ত।

[চৌদ্দ চরণ ও প্রতি চরণে চৌদ্দ বর্ণের কাব্য]

এক পল্বল

নিরন্র দুঃখের মাঝে কাটছে আমার দিন,
কেমন করে থাকবো আমি প্রেয়সী বিহীন?
এমন কথা শুনছি না তো— পাই না আশার অনু,
হীনতায় পড়ছি নুয়ে, ক্লান্ আজি— মম তনু।
নিশ্বাসের মাঝেই বাড়ছে আশাহীন দার্ঘশ্বাস,
বুকের ব্যথার অন্ যেনো, ঠিকানাহীন পরবাস।
ডাকছে আমায় সে পথ পানে, আশাহত ইশারায়,
যেতেই হবে সে পথ ধরে, ফিরে আসার নেই উপায়।
মন কাননের আশাগুলো ধুলোয় মিশে একাকার,
অশ্রু জলে সৃষ্টি হলো— নীলাভ জলের পারাবার।
আমি তো আর, নেই যে আমি— ঢেউয়ের মাঝে বসবাস,
ছিন্ন জলে উথাল-পাতাল নেই যে সুখের অবকাশ।
ছোঁয়না কেউ, ধোয়না দেহ, উড়ছি শুধু বায়ূতে,
অভিশাপে পূর্ণ কেনো, এই জীবনের আয়ূতে?
হাজার ফুলের মতো কেনো জীবন আমার হলোনা?
আশার চোরা-বালু মাঝে— কেনো এতো ছলোনা?
হতাম যদি গোলাপ কলি— সুবাস ছড়ানো,
থাকতো তনু মনে আমার প্রণয় জড়ানো।
তা না হয়ে হলাম কেনো দীঘির নীলাভ জল?
বদ্ধ জীবন ধারণ করি— আমি এক পল্বল।

নিরন্র-সর্বদা; প্রেয়সী-প্রেমিকা; তনু-দেহ; নীলাভ-নীল;
পারাবার-সাগর; পল্বল-ক্ষুদ্র জলাশয়।

হস্খানি বাড়াও

মানবী, হৃদয়ে সরব যেনো— নীরবের নুপুর,
তুমি তো আলো, ছায়াপথ— মধ্য দুপুর।
এক পা, দু'পা করে ছন্দের তালে তালে,
বেড়াও একাকী, মিলে যাও ছায়ালোকের নীলে।
যেনো তুমি, পরিতৃপ্ত মম মনে— চঞ্চল সরব,
যেনো— এক বিন্দু শিশির ভেজা কচি পল্লব।
উড়ে যায় বায়ুতে যখন ওই সরু কেশ,
দিব্যি করে বলছি, 'তোমায় লাগে-ই বেশ'।
কোন আবেশ, কোন সে সুর— ওই কণ্ঠ মাঝে?
ঢাকো আবার ওই মুখখানি, কোন সে লাজে?
ভিজে যাওয়া কলমি ফুলের মতো চোখের পাতা,
অঙ্গে যেনো নকশি কাথার ছোট্ট কোনো লতা।
নাসিকার নিশ্বাস দীর্ঘশ্বাস স্ব্ধ করে মম—
অচেনা হে— আমি যে একা, নেই মোর প্রিয়তম।
আজি হস্খানি বাড়াও— একটু উঁচু করে,
নির্বাসনের যাত্রা হতে ফিরাও তুমি মোরে।

নীলাভ-নীল; পল্লব-পাতা; সরু-লম্বা; কেশ-চুল; স্ব্ধ-বন্ধ;
নির্বাসন-দেশ ছাড়া হওয়া; দিব্যি-শপথ; ছায়ালোক-আকাশ।

অপ্রতিভ আমি

আমারে সখা ডাকিয়া কহিলো, 'ফিরিতে হইবে পিছে,
অযথা কেনো নিলীন হইয়া কষ্ট বাড়াও মিছে?'
'তোমার আশার উষ্ণ প্রীতি নয়তো তোমার তরে,
সন্ধি তাহার অন্য মনে চারটি বর্ষ ধরে।'
কহিলাম তাহারে— বুঝিনাই অগ্রে, এমন হইবে নিয়তি,
নেত্রপাতে বন্দী হইয়া, বাড়িয়াছে মোর আরতি।
তাহার পদ্মালোচন করিয়াছে আমায় বিমোহিত,
অধর মাঝের সাদর শৈলী এখনো বক্ষে আচ্ছাদিত।
'মুছিতে হইবে গড়িয়াছো যাহা দৃষ্টির বেড়া জালে,
তাহার সহিত হইবে না মিলন, তোমার কোনো কালে।'
দৃষ্টি আমার হইলো নীচু, আর্ত আমারি সাশ্রু,
কাঁদিতে পারিনাই মুক্ত দুঃখে, চোখে ছিলোনা অশ্রু।
অপ্রতিভ আমি, বিক্ষুব্ধ হিয়ায়— করিয়াছি আর্তনাদ,
হই নাই অগ্রসর সমক্ষে, নাহি করিয়াছি— প্রতিবাদ।

---

*সখী-বান্ধবী; নিলীন-বিলীন; উষ্ণ-তীব্র; প্রীতি-প্রেম;
সন্ধি-সম্পর্ক; বর্ষ-বছর; অগ্র-প্রথম; নিয়তি-ভাগ্য;
নেত্রপাত-অবলোকন; আরতি-আসক্তি; পদ্মালোচন-পদ্মের মতো
চোখ; বিমোহিত-অভিভূত; অধর-ঠোঁট; সাদর-সমাদরপূর্ণ;
শৈলী-কৌশল; বক্ষে-বুকে; আচ্ছাদিত-আবৃত; আর্ত-ব্যথিত;
সাশ্রু-বেদনার্ত চোখ; অশ্রু-চোখের জল; অপ্রতিভ-লজ্জিত ও
বিব্রত; বিক্ষুব্ধ-দুঃখিত; আর্তনাদ-ব্যথিত চিৎকার; সমক্ষে-সামনে।*

নিরাশার নীলাকাশ

কি করেছো আমায়— অপরিচিতা তুমি?
অস্থিরতায় কাটে দিন, উদাস কেনো আমি?
কাটেনা নিশি-রাত, পভাত তো আসেনা,
দু'চোখে তুমি ছাড়া কিছু তো ভাসেনা।
তুমি কি জানো হে— মানসী প্রিয়া?
কতো রাত কাটিয়েছি, 'নিয়ে শূন্য হিয়া'।
প্রতি রাত প্রভাত হয়, তুমি তবু আসোনা,
এ অপেক্ষার শেষ কই? পূর্ণ করো বাসনা।
হৃদয় দুয়ারে মোর নিরাশার নীলাকাশ,
তোমার ছোঁয়ায় যদি পাই সুখের অবকাশ।
তবে আর চাওয়া মোর— থাকবেনা কিছু বাকি,
দুঃখ সবই ফেলবো মুছে, সুখটাকে কাছে ডাকি।
সে সুখের আশায় কাটাই প্রহর, যদি হয় পূর্ণ স্বপন,
বুঝবে আমায় তখন তুমি, বাসবে ভালো যখন।
ভালোবাসার উষ্ণতা মোর করছে আর্তনাদ,
একলা নির্ঘুম তাই তো রাতে সঙ্গী দূরের চাঁদ।
স্বপ্ন দেখার আশায় দু'চোখ বন্ধ করে রাখি,
স্বপ্ন আমায় ছোঁয়না তবু, স্পর্শ করেনা আঁখি।
এমন করে আর কতো রাত কাটাবো আমি প্রহর?
ভালো লাগেনা তুমি বিহীন— কোলাহলের শহর।

---

*নিশি-রাত; প্রভাত-সকাল; বাসনা-কামনা; দুয়ার-দরজা;
অবকাশ-সুযোগ; প্রহর-যাম; উষ্ণতা-তীব্রতা;
আর্তনাদ-কাতর চিৎকার; আঁখি-চোখ; কোলাহল-চেচামেচি।*

সিক্ত হতে চাই

রিক্ততার মাঝে করছি বসবাস,
হৃদয়ে গড়েছে নিরাশার দীর্ঘশ্বাস।
এ মনে নেই তো কোনো সান্নার বাণী,
নিশ্চুপ আমি, কর্ণে তবু শুনি— বিষাদের ধ্বনি।
প্রণয় জাল ছড়িয়েছি— অজানা এক মনে,
কাছে তার যেতে পারিনা, কখনো কোনো ক্ষণে।
চোখের সেই উষ্ণ আবেগে হয়েছি আমি দাপ্ত,
আমি তো— ভিজতে চাই, চাই হতে সিক্ত।
আমার আবেগ শুধুই কাঁদে, কাছে ডাকে সেই— মানসী,
ডাকে আমার দেয় না সাড়া, দূরেই থাকে— প্রেয়সী।
হে— কাব্যের চয়ন, নিশ্চুপ তুমি, তুমি কেনো অপরূপা?
আমার এ মন কেনো নিশ্চল, এগোতে পারেনা সামনে দু'পা?
তুমি তো বুঝবেনা আমায়, এতোখানি দূরত্বে,
বলো তুমি, তোমায় আমি, পেতে পারি কোন স্বত্ত্বে?
আমায় অচেতন করোনা তুমি, আমায় ভাসিয়োনা অথই জলে,
আমি যাবো দূরে, বহু দূরে; ঢাকে যদি এ বুক— বেদনার নীলে।

সিক্ত-ভেজা; দীর্ঘশ্বাস-দুঃখ সূচক সশব্দ নিশ্বাস; কর্ণ-কান;
বিষাদ-দুঃখ; উষ্ণ-তীব্র; দীপ্ত-জ্বলন্; প্রেয়সী-প্রেমিকা;
কাব্য-কবিতা; চয়ন-একত্র আনয়ন, সংগ্রহ; নিশ্চল-অচল;
স্বত্ত্ব-অধিকার; অচেতন-চেতনাহীন; অথই-গভীর; প্রণয়-প্রেম।

অপেক্ষা তোমার জন্য

শূন্য মনে পথের প্রান্তে অপেক্ষা তোমার জন্য,
তুমি কি আসবে— ওগো, করবে আমায় ধন্য?
আমি প্রহর গুণী, তোমারই আশায় প্রতিদিন,
তুমি এসেছো বুঝি হৃদয় মাঝে, করেছো আমায় বিবর্তন।
আমার এ বাসনা—
পূরণ কি হবে না?
শূন্য কি রবে মোর প্রীতির শাখা?
জীবনে কি পাবোনা, সুখের দেখা?
ওহে— তুমি এসো, থাকো না মোর প্রিয়তম হয়ে,
আঁধার ফুরিয়ে, আসুক না জীবনে— একটু আলো বয়ে।
আমার এ বাসনা— তেমন তো কিছুনা,
তবু কেনো পিছুটান, কেনো এতো যাতনা?
ভুলতে চাই প্রাণের ব্যথা— আছে যত সব,
প্রতিধ্বনি হোক না মনে, সুখের কলরব।
আমি যে আর পারি না যাতনা সইতে,
পারি না এ ভালোবাসার বোঝা বইতে।
তুমি সাড়া দাও, দাও সাড়া— মোর ডাকে,
চলোনা হারিয়ে যাই, প্রেমের অচিন বাকে।
হই দু'জনা— দেশান্তরী, নদীর এ পাড় ধরে,
গেয়ে যাই গান— দু'জন মোরা, কোনো একই সুরে।

প্রান্ত-কিনারা; প্রহর-যাম; বাসনা-কামনা; প্রীতি-ভালোবাসা;
শাখা-ডাল; যাতনা-বেদনা; কলরব-চেচামেচি;
অচিন-অচেনা; বাক-মোড়; দেশান্তরী-দেশ ত্যাগী।

সুরহীন বেহালা

আমি এক সুরহীন বেহালা, তবুও সুর খুঁজি,
খুজে বেড়াই বিবাগী বাদক একজনা,
আমার এ চোখ দেখেনা তো তাকে,
বসে-ই ভাবে— ভাবে, সুর বিনা।

বক্ষে ধারণ করি সুরের সে তার,
রইলো আজও শুধুই পড়ে, ধরলোনা কেউ,
তেমনই আমি, আমি তেমন—
সিন্ধু মাঝে যেমন, নিস্ব্ধ ঢেউ।

আমায় ছুঁয়ে দেখেনা কেউ কভু,
সরের বীণা দেয়না বুকে ছড়িয়ে,
সে দুঃখে, দু'চোখে, নেই জল,
তবুও আমি কাঁদি, অশ্রু পড়ে গড়িয়ে।

কভু আমায় স্পর্শ করে যদি,
কোনো উদাসী নীলিমার ছোঁয়ায়,
আমি পাড় হবো সেই সুরের পারাবার,
সেইনা সুরের— খেয়ায়।

বিবাগী-বৈরাগী; বক্ষ-বুক; সিন্ধু-সাগর; নিস্ব্ধ-নীরব; অশ্রু-চোখের জল; পারাবার-সাগর।

মিথ্যে প্রেমের মায়ায়

যেতে যেতে আমি চলেছিলেম ভ্রান্ত পথ ধরে,
বুঝিনি আমি পথের বাধা, রুজু অন্ধকারে।
কেনো এমন হলো? আমি তো চাইনি এ আঁধার,
চাইনি হতে কখনো আমি উষ্ণ দুঃখের দোসর।
মরীচিকায় খুজেছি জল, দেখেছি আলো— ছায়ায়,
অযথাই বন্দী হলাম মিথ্যে প্রেমের মায়ায়।
না চিনেছি স্বহৃদয় কোনো, না চিনলাম সখা,
রয়ে গেলাম একা, পেলাম না প্রেয়সীর দেখা।
মনের ব্যথা থাকলো মনে, নিলোনা কেউ খোঁজ,
মন কেনো একা কাঁদে এখনো প্রতি রোজ?
নেই শেষ এ কান্নার— চলছে অবিরত,
চোখের জলে হয়না শেষ, দুঃখ আছে যতো।
রাত যতোই গভীর হয়— দুঃখ তত বাড়ে,
আমি দূরে যেতে চাইলেও— দুঃখ না ছাড়ে।
বলছে এবার বিদায় নাও, তবেই পাবে ছাড়া,
এ ব্যথা কি বুঝবে তারা— দুঃখ দিলো যারা?

ভ্রান্ত-ভুল; রুজু-দাখিল, দায়ের; দোসর-সহযোগী; স্বহৃদয়-বন্ধু; সখা-সহচর; অবিরত-ধারাবাহিক ভাবে।

হয়তো আমি যোগ্য নই

যদিও প্রহর কাটাই আমি, তোমার ভাবনা ভেবে,
আমায় দেখে তুমি কি কভু, ভাবনার দাম দেবে?
হয়তো তুমি দেখতে দারুন, আমি তো আর তেমন নয়,
তাই তো তোমার সম্মূখে যেতে কেনো যেনো লাগে ভয়।
শুনেছি আমি, তুমি না কি 'দেখতে বড়ই চমৎকার',
আমার তো আর তোমার মতো 'উজ্জ্বলতা নেই আবার'।
আছে শুধু মনের মাঝে— ভাবনা আছে সুগভীর,
আশ্বাস আছে, দেবো আমার 'ভালোবাসা সুনিবিড়'।
তুচ্ছ আমায় করো যদি, পাইনা আমি তার-ই ভয়,
জানবো আমি কাটবে জীবন, সঙ্গে নিয়ে পরাজয়।
জেনে রেখো তোমার আশায় রাত জেগেছি অনেক বার,
মনের মাঝে একটু আশায়— স্বপ্ন হলো একাকার।
জ্বেলেছি আলো আধার মনে তোমায় পাবো ভেবে,
সে আলো কি, তোমার কারণে, যাবে এখন নিভে?
আশার আলো নিভে গেলে বাঁচবো আমি কোন সুখে?
তাই তো বলি— যেওনা তুমি, অন্য কোথাও রূখে।
তোমার মনের উপমা যেনো, তোমার রূপের মতো হয়,
তবেই তুমি শ্রেয়সী হবে, শীর্ষে তোমার পরিচয়।
আমি যদি যোগ্য হই— তোমার সাথী হতে,
দেখবে কতো আপন হই জীবনের প্রতিটি প্রাতে।

প্রহর-যাম; সুনিবিড়-অত্যন্ত গাঢ়; তুচ্ছ-অবহেলা;
পরাজয়-হারমানা; উপমা-উদাহরণ; শ্রেয়সী- শ্রেষ্ঠা,
শীর্ষ- উঁচু; প্রাতে-সকালে; রূখে-সরে।

দৃষ্টি পড়েছে...

প্রত্যহ প্রভাতে পথচারিণী তুমি চলেছো কোথায়?
আমার দৃষ্টি পড়েছে তোমাতে— ভালোবেসেছে তোমায়।
তুমি যবে প্রবেশ করেছো আমার হৃদয় বাগে,
সেদিন হতে মনের মাঝে একটি তারা জাগে।
তারার নাম— 'সুখ তারা', সুখের সন্ধান করে,
গভীর রাতে উজাড় হয়ে জ্যোৎস্না তাতে ঝরে।
সুরের তালে হারায় মন, মৃদু ছন্দ নিয়ে,
নির্ঘুম রাতে কাব্য লিখি, তোমার স্মৃতি দিয়ে।
চলছো তুমি সম্মুখ পানে, দেখছি স্বপ্ন মাঝে,
মুখটি তোমার সুভ্র শশী, করেছো না সেজে।

প্রত্যহ- প্রতিদিন; প্রভাত-সকাল; পথচারিণী-যে নারী রাস্তায় চলে;
বাগ-বাগান; হিয়া-হৃদয়; সুভ্র-সাদা; শশী-চাঁদ; মৃদু-কোমল।

হারিয়ে ফেলেছি...

তোমার মাঝে হারাতে পারিনি, হারিয়ে ফেলেছি তোমায়,
রিক্ত আমি, নিশি জাগি, নিয়ে— শূন্য হৃদয়।
সন্ধি ছিলো, বন্দী হবো— জীবন তেপান্তরে,
চূর্ণ হলো প্রণয় বাসর বিষাদ নিরন্তরে।
ডাকলে কাছে, সেদিন সাঁঝে, বলতে 'ভালোবাসি',
নির্ঘুম তাই বিষণ্নতায় কেটে ছিলো সে নিশি।
প্রভাতে বহমান হীম হাওয়া লেগেছিলো মনে,
দৃষ্টি ছিলো চঞ্চল, তোমায় দেখবে কোন ক্ষণে।
ব্যথার মাঝেও পেয়েছি সুখ শুধু তোমার তরে,
আঁধার মাঝে পেয়েছি আলো, তোমার রূপের নূরে।
সব কিছু আজ স্মৃতি হয়ে মনের দুয়ার প্রান্তে,
দিনে দিনে নিস্তেজ আমি বিরহ ব্যথার ক্লান্তে।
তুমি যদি জানতে নারী— পুড়ছি আমি সতত,
দেখতে যদি বুকের মাঝের দুঃখ ব্যথার বসত।
টানতে আমায় আবার কাছে অতীত স্মৃতি ভুলে,
করতে উজাড় প্রণয় প্রীতি মনের দুয়ার খুলে।
তা হবে না, জানি তুমি এখন অন্য জনের,
চলছি আমি পথটি ধরে, বিরহ বৃন্দাবনের।

রিক্ত-শূন্য; নিশি-রাত; সন্ধি-সম্পর্ক; তেপান্তর- জনহীন বিশাল মাঠ; প্রণয়-ভালোবাসা; বিষাদ-দুঃখ; নিরন্তর-একটানা; সাঁঝ-সন্ধ্যা; হীম-ঠান্ডা।

আমি তুচ্ছ

আমি— ক্ষুদ্র জলাশয়ের শ্যাওলা
সমুদ্রের বিশাল স্রোতে ভাসা হয়না।
আমি— গোবরে ফোটা পদ্ম ফুল
বিলাসী ফুলদানীতে কভু আশ্রয় হয়না।
আমি— ছোট পাখি, শুধু পাখা মেলি
মুক্ত বিহঙ্গের মতো আকাশে ওড়া হয়না।
আমি— শুধু বৃষ্টিহীন মেঘ
ঝড় হয়ে কখনো মাটিতে সন্ধি করা হয়না।
আমি— তুচ্ছ একফোটা নীল
আকাশ ছোঁয়া নীল তেপান্তর হওয়া হয়না।
আমি— কুয়াশায় ঢাকা ঘাস ফুল
কখনো সূর্যের আলোয় ফোটা হয়না।
আমি— সিক্ত প্রাতে এক বিন্দু শিশির
বিশাল জলধারায় কখনো মিলন হয়না।
আমি— অল্প আলোয় জ্বলে থাকা প্রদীপ
উজাড় হয়ে জ্বলে তাই আলো দেয়া হয়না।

[আকাশ]
অনন্ত, অম্বর, অভ্র, অন্তরীক্ষ, নভমন্ডল, আসমান, নীলিমা, ব্যোম, গগন, দ্যুলোক, ছায়ালোক, শূন্য।

তুমি নদী আমি জল

যারে জবানে জপেছি জনম জনম ধরে,
সে-ই সুখের সন্ধানে সরে গেছে সুদূর দূরে।
বোঝেনি বিবাগী ভালোবাসা বুকের ব্যথায় ডুবেছে,
নব নিয়মে নিপূণ নাটকে হৃদয় ভেঙ্গেছে।
তার তরে তিলে তিলে তলিয়েছে তরী জীবনের,
কষ্ট ক্লেশে কাটিয়ে কর্ম কঠিন করেছি অন্তর।
সুখে সে জন, সারাক্ষণ শুধু শোকে শায়িত আমি,
বুকের বেদনা, বুঝবে বিধাতা, বুঝবে বুকযামী।
কেমন করে কইযে ক্লেশ, কেমনে করবো নিবিড়,
হৃদয়ের রুক্ষতা রুদ্ধ রাখতে কে করবে সমীর?
বেদনার বাতাস বইছে বুকে, ভেঙ্গেছে বুকের স্বপন,
মনের মানসী মানবে কি মোরে, করবে কি আপন?
সে যদি নদী হয়— আমি হবো জল,
তারে ভালোবাসবো, বাঁচবো যতো কাল।

জপেছি-ডেকেছি; সুদূর-অনেক দূর; বিবাগী-বৈরাগী; নিপূণ-কুশল, দক্ষ; তরে-জন্যে; তরী-নৌকা; ক্লেশ-কষ্ট; শোক-দুঃখ; শায়িত-শয়ন করা; নিবিড়-নীরব; সমীর-বাতাস।

আজ জন্মদিন তোমার

জন্ম দিবা তোমার ওগো হয়েছিলো সেই কবে,
সে দিবা আবার করতে স্মরি এক হয়েছো সবে।
আকাশ জুড়ে উড়ছে আজি সুখ পিয়াসী পাখি,
আছড়ে পড়া সুখের ছোয়ায় রুদ্ধ হলো আঁখি।
জ্বলে মোমের দিপ্ত শিখা নীড় করেছে আলো,
এরই মাঝে অতীত স্মৃতি যেনো আঁধার কালো।
করি তোমার এ কামনা হও শুভকর,
সুখের জলে ভরে থাকুক মন সরোবর।
দূর হোক আজ তোমার মনের দুঃখ কষ্ট সব,
হৃদয় মাঝে সুখের সুরে হোক কলরব।
শুভ কাল করতে বৃতি, কিছু দিতে হয়,
হোক তা ক্ষুদ্র অতি, বিশাল সীমানায়।
এলেম নিয়ে তোমার তরে অবর উপহার,
শুধু কাব্য ছন্দ নয়, দিলেম পুস্পহার।
এ হার মাঝে খুঁজে দেখো সুখ লুকিয়ে আছে,
সে সুখ তোমায় দুঃখ মুছে টানবে আরো কাছে।
কাব্য মাঝে খুঁজে পাবে বাস্বতা অতি,
ছন্দে ছন্দে ছড়িয়ে দেয়া উষ্ণতর প্রীতি।
দেয়া আমার এ উপহার মন ঝিলে দিও ঠাই,
এছাড়া তোমার কাছে তেমন কিছু চাওয়া নাই।
ভাবছি বসে এ দিবস শেষে একলা হবে যখন,
রঙ্গীন আলো নিভে যাবে নিথর হবে তখন।
যখন বিদায় নিবে সবে বলবে এবার আসি,
মন ডুববে নীরবতায়— মুখে কৃত্রিম হাসি।
হাসি গানে দিনটি তোমার কেটে যাবে বেশ,
সব কোলাহল থেমে যাবে দিবা হবে শেষ।
সারাদিনের সুখ যাপনে হবে তখন ক্লান্ত,
রুদ্ধ করে নেত্র যুগল ঘুমিয়ে হবে শান্ত।

দিবা-দিন
স্মরি-স্মরণ করে
পিয়াসী-প্রেমিকা
রুদ্ধ-বন্ধ
নীড়-আশ্রয়
শুভকর-শুভজনক
সরোবর-পুকুর
বৃতি-বরণ
অবর-ছোট, ক্ষুদ্র
পুস্পহার-ফুলমালা
নিথর-নীরব
কৃত্রিম-তৈরীকরা
নেত্র-চোখ
যুগল-জোড়া

সুখময়ূরী

সজনী— এ রজনী যেনো না পোহায়,
সুখের এ স্মৃতিটা যেনো না হারায়।
কথা দাও এ প্রীতি ভুলে যাবে না,
হৃদয় পর্ণ দিয়ে আমায় মুছে দিবে না।
রাখবে আমায় মনের মাঝে, বলো— ওগো তুমি,
মন বনে আমি যেনো, হই সর্ব দামী।
আমিও দিলাম কথা— ভুলবো না তোমায়,
প্রীতি করে রেখে দিবো, আমার এ হৃদয়।
যখন তুমি থাকবে দূরে করবো তোমায় মনে,
দু'চোখ মেলে, দু'চোখ বুজে— দেখবো আমি ধ্যানে।
তুমিও তেমন করো ওহে— আমার প্রিয়তমা,
রেখো আমার তরে তোমার, ভালোবাসা জমা।
শত হতাশা কখনো যদি রাখে আমায় ঘিরে,
ব্যর্থ হয়ে কখনো যদি আসি দুঃখের তীরে।
সেদিন নীড়ে ফিরিয়ে নিতে আমায় ডেকো তুমি,
দুঃখ ব্যথা ভুলে গিয়ে, হেসে ফেলবো আমি।
সেদিন সুখের আকাশে উড়বে সুখের রঙ্গীন ঘুড়ি,
আমি হবো চির সুখী, তুমি— সুখময়ূরী।

রজনী-রাত; প্রীতি-ভালোবাসা; পর্ণ-পাতা; তরে-জন্য; তীর-কুল; নীড়-আশ্রয়।

কাঁদি যদি

নদীর মতো কাঁদি যদি নিরবধি,
বাতায়নে প্লাবনে দিনে দিনে হবে সমাধি।
রাতারাতি ইতি হতে চলবে জীবনের বাতি,
প্রীতি হবে স্মৃতি, ক্ষতি বৃতি করবে নিয়তি।
হবো দুঃখি ভিজবে আঁখি চোখেরই জলে,
হবো যাত্রী একাকী রাত্রির, লিখবো পত্রি সবই ভুলে।
বাঁধবে দল চোখের জল সব হবে আড়াল,
টলমল দুঃখ সলিল হৃদয় মাঝে বইবে উত্তাল।
এ ব্যথা গাথা রবে যথাযথ বুকে,
ঝলকে ঝলকে অপলকে পোড়াবে আমাকে।
পাবোনা ঠাই, দিবেনা রেহাই, পাষাণ পৃথিবী,
মন চায় আমার, উদার সহচর আর সুখী রবি।
জানি তা পাবোনা, কাছে সে ডাকবেনা— আমায়,
জীবনের বেদনা, নেই যার সামানা, এভাবেই— বিদায়।

ঝলক-অগ্নিশিখা; নিরবধি-ধারাবাহিক ভাবে; বাতায়ন-জানালা; সমাধি-কবর; রাতারাতি-অল্প সময়ে; ইতি-শেষ; প্রীতি-প্রণয়; বৃতি-বরণ; নিয়তি-ভাগ্য; আঁখি-চোখ; জল-পানি; পত্রি-চিঠি; সলিল-পানি; উত্তল-প্রবল; অপলক-পলকহীন; পাষাণ-নির্দয়; উদার-আত্মত্যাগী; সহচর-বন্ধু; রবি-সূর্য।

মনউদাসী

তুমি আমার মনের মাঝে
লুকিয়ে থাকা গীত,
তুমি আমার হৃদয় মাঝে
পৌষ পার্বণের শীত।
তুমি আমার বুকের মাঝে
নিথর কল্পনা,
তুমি আমার প্রাণে আঁকা
রঙ্গীন আল্পনা।
তুমি আমার বেচে থাকার
একটি মাত্র আশা,
তুমি আমার অন্তর জুড়ে
অনন্ত ভালোবাসা।
তুমি আমার প্রাণের সাড়া
তুমিই মনউদাসী,
তুমি আমার প্রণয় বিষাণ
তোমায়-ই ভালোবাসি।

গীত-গান; পার্বণ-উৎসব; নিথর-নীরব; অনন্ত-অশেষ;
চেতনা-প্রাণের সাড়া; বিষাণ-বাঁশি।

সুখ পাখি

তোমার ওই মন,
আমায় করেছে আপন।
তোমার রূপের দীপ্তি,
যেনো বাস্বতা প্রাপ্তি।
তোমার ভালোবাসা,
ভাবায় স্বপ্ন অভিলাষা।
তোমার চোখের পিছুটান,
ভুলায় সকল অভিমান।
তোমার প্রেমের জ্বালা,
প্রেম যমুনার ভেলা।
তোমার স্মৃতির দহন,
উষ্ণ মনে প্লাবন।
তোমার হাতের ছোঁয়া,
মনে শুভ্র ধোয়া।
তোমার ওই আঁখি,
যেনো সুখ পাখি।

দীপ্তি-আলোক; প্রাপ্তি-পাওয়া; বিলাসা-শৌখিনতা;
ভেলা-ছোট নৌকা বিশেষ; দহন-আগুন;
প্লাবন-জলে ভেসে যাওয়া; শুভ্র-সাদা; আঁখি-চোখ।

শুধু দু'জনে

তুমি মোর প্রিয়তমা— তুমিই ভালোবাসা,
তুমি মোর হতাশার মাঝে বিশাল দীপ্ত আশা।
ভাষা এ মনে আমার, তুমিই— চিরন্ন,
তোমার ছোঁয়ায় হৃদয় আমার, হয়েছে বিবর্তন।
স্বপ্নচারিণী তুমি— এ হৃদয়ে আমার,
অভিসারিণী হয়ে থেকো, এ কামনা অপার।
দূরে কভু যেওনা চলে আমায় তুমি ফেলে,
যেতে হলে চলে যাবো আমরা দু'জন মিলে।
দূরে হেথায় বাধবো বাসা থাকবো আপন নীড়ে,
দুঃখ নিবে বিদায় হেথায়, সুখ আসবে ফিরে।

দীপ্ত-আলোকিত; চিরন্ন-চিরকালীন; বিবর্তন-পরিবর্তন;
স্বপ্নচারিণী-স্বপ্ন সঙ্গী; নীড়-আশ্রয়; হেথা-সেখানে।
অভিসারিণী-যে নারী লুকিয়ে প্রিয়জনের সাথে কথা বলে;
অপার-অসীম।

তুমি তো এলেনা

মনের মাঝে আছো তুমি
ভুলতে আমি পারিনা,
চলে গেলে বহুদূরে
তুমি তো— এলেনা।
ভুলে গেলে আমায়
জানিনা কি কারণে,
তুমি ছাড়া কি আছে
নিঃসঙ্গ এ জীবনে?
পেতে চাই ফিরে
ওগো প্রিয়া তোমাকে,
দিওনা আর ব্যথা
কাছে ডাকো আমাকে।
আমার মনের চাওয়া পাওয়া
তুমি তো— বুঝলেনা,
চলে গেলে সেই যে—
তুমি তো— এলেনা।

[বন্ধু]
সখা, স্বহৃদয়, স্বজন, বান্ধব, মিত্র, হিতৈষী, প্রণয়ী।

মন ঝিল

ভালোবেসে ঠাই দিলে মন ঝিলে,
তবে কেনো মনটাকে ভেঙ্গে দিলে?
বলোনা কি ভুলে তোমার এতো ব্যবধান?
করলে কেনো তুমি আমার সাথে অভিমান?
ভালোবাসা যদি হয় ভুল; সে ভুল করেছি আমি,
তাই তো অপরাধে ভেঙ্গেছো মন, বারবার তুমি।
শুনলে না তো একবার উদাস মনের কথা,
কাছে ডেকে তোমাকে, পেয়েছি অনেক ব্যথা।
যে ব্যথার ক্ষত দাগ হৃদয়ে আজও আছে,
জেনেছি অবশেষে, ভালোবাসা নেই তোমার কাছে।
আছে শুধু প্রহসন জানলাম অবশেষে,
কি যে ভুল করেছি আমি— তোমায় ভালোবেসে।

ঝিল-দীঘি; উদাস-বিরাগ; প্রহসন-হাস্যরসাত্মক নাটক।

প্রতারক

যে মানুষ 'কাছে এসে ভালোবেসে' ভেঙ্গে দেয় বুক,
বলবো তারে কি? ছলোনাময়ী, না শুধু— প্রতারক।
সুনিপুণ ছলোনায়, কাছে ডেকে ইশারায়, বলে 'ভালোবাসি',
দুঃখ দিয়ে সে, ব্যথা দিলো নিমিষে— ভাঙ্গলো স্বপ্ননিশি।
কিভাবে মানুষ পারে দুঃখ দিতে? করে এমন— ছলোনা,
বলবো তারে আমি— শুধুই প্রতারক, না হৃদয়হীনা ললনা?
হাতে রেখে হাত, বলেছিলো ভুলবেনা, রবে অমলিন,
দূরে গিয়ে সে, ভুলে গেলো আমায়— এ কেমন আস্ফালন?
স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে দিয়ে সে, চলে গেলো বহুদূরে,
মনে পড়ে আজ তারে বারে বার, চেনা সেই সুরে।
সে সুর হৃদয় মাঝে— বাজে সকাল বিকেল,
কেনো দুঃখ দিয়ে, হয়ে গেলো এতোটা আড়াল?
হেরে গেছি আমি নিজেরই কাছে, ধ্বংস হলো এ হৃদয়,
কেনো যে তার স্মৃতি, নীরবে আমাকে আজও কাঁদায়!

সুনিপুণ-সুদক্ষ; নিশি-রাত; ললনা-প্রেয়সী, নারী;
আস্ফালন-জোরে সঞ্চালন।

প্রাণও সই

প্রাণের প্রিয়তমা তুমি
আমার প্রাণও সই,
তোমায় ছেড়ে দূরে দূরে
কেমন করে রই?
মনে পড়ে আজ তোমার সেই
মায়াবী দু'টি আঁখি,
তোমারে স্মরিতে সন্ধ্যা রাতে
এইনা কাব্য লিখি।
ঠিক এমনই সময় ছিলে
তুমি আমার পাশে,
সেই দিনের সেই স্মৃতি
মনের মাঝে ভাসে।
ভাবছি বসে আবার কবে
দেখবো তোমার মুখ,
অন্তরের সব ব্যথা ভুলে
কাছে ডাকবো সুখ।
সেই দিনের অপেক্ষাতে
কাটাই সারা বেলা,
অন্তরেতে হাহাকারে
বেড়ে ওঠে জ্বালা।

সই-বান্ধবী; মায়াবী-মায়াভরা; আঁখি-চোখ;
স্মরি-স্মরণ; কাব্য-কবিতা।

বাজছে সানাই

চারদিকে কোলাহল শত মানুষের ভিড়ে,
জ্বলছে আলো, বাজছে সানাই, আজ বিরহী সুরে।
দূরের মানুষ কাছে এসে হচ্ছে আজি আপন,
শত মানুষের কোলাহলে ভাঙ্গলো আমার স্বপন।
নিপূণ ভালোবাসা আমার— আজ হলো চুরমার,
উষ্ণ দুঃখে হৃদয় পুড়ে— নামলো হাহাকার।
চাওয়া-পাওয়ার অন্ত হলো, ক্ষত হলো বুক,
বেদনার জল নামলো চোখে, রুদ্ধ হলো বাক।
সুখ পাখিটা উড়ে গিয়ে বসলো অন্য ডালে,
চললো প্রিয়া আমায় ছেড়ে অতীত স্মৃতি ভুলে।
চির পর হলো প্রিয়া আজকে সাঝের বেলায়,
কষ্ট লাগে বাঁধন ছিড়ে দিতে তারে বিদায়।
কাঁদায় আমায় সারাক্ষণ সাথী প্রিয়ার স্মৃতি,
কেমন করে সবই ভুলে টানবো স্মৃতির ইতি?

বিরহী-দুঃখী; উষ্ণ-তীব্র; অন্ত-শেষ; জল-পানি;
সাঁঝ-সন্ধ্যা; ইতি-সমাপ্ত।

প্রথম তারা

মনের আকাশে প্রথম যেদিন উঠেছিলো প্রেমের তারা,
সে সময় আমার মনটা ছিলো— পূর্ণ আবেগ ভরা।
শুভ্র মনে ক্লেশ ছিলোনা, ছিলোনা— প্রীতি লেশ,
ব্যথা ছিলোনা মনে, ছিলোনা— বিবাগী বেশ।
শেষ ছিলোনা হাসি গানের, হৃদয় ছিলো দূরান্ত,
ভালো লাগতো উত্তর থেকে দক্ষিণা সামান্ত।
ভালোলাগা নেত্র আমার দেখেছিলো তারার মুখ,
উকি দেয়া ভালোবাসা দিয়েছিলো নিপূণ সুখ।
বেধেছিলো বাসা স্বপ্ন বুকে, পাখা মেলেছিলো সুখ পাখি,
সুখের মেলা দেখবে বলে আশায় ছিলো— আঁখি।
সে স্বপন আজ বেদনা ভরা ব্যথিত চোখের জল,
ফোটার আশা বুকে নিয়েও ফুটলো না সে ফুল।
নীল বেদনার দিগন্তে দাড়িয়ে করছি স্মৃতি মনে,
জ্বলছে আমার দঃখের দহন স্মৃতির নিঝুম বনে।

শুভ্র-সাদা; ক্লেশ-কষ্ট; প্রীতি-প্রেম;
লেশ-অতি অল্প অংশ; বিবাগী-বৈরাগী; দুরন্ত-অশান্ত;
নেত্র-চোখ; নিপূণ-দক্ষ, কুশল; আঁখি-চোখ; দহন-আগুন।

একাকী

একলা এখন ঘরে আমি
কেউ দেখেনা মোরে,
দুঃখ গুলো ভেসে ওঠে
পুরোনো সেই সুরে।
বুঝলাম আমি একা থেকে—
নিঃস্ব কারে কয়,
আমার মতো নিঃস্ব একা
কেউ যেনো না হয়।
রাত কেটে যায় ঘুমিয়ে মোর
দিন তো কাটে না,
একা থাকার ব্যথা আমি
সইতে পারিনা।
বসে ঘরে একা একা
শুধু আমি ভাবি,
চোখের সামনে ভেসে ওঠে
দুঃখের রঙ্গীন ছবি।
আয়রে তোরা আমার কাছে
সান্ত্বনা দে মোরে,
আমি শুধু একলা ঘরে
বন্ধুরা সব দূরে।

[রাত]
নিশি, নিশা, নিশিথিনী, নিশীথ, রাত্রি, রজনী, যামিনি, শর্বরী, বিভাবরী, ত্রিযামা, নক্ত।

ফুল

ফুল, তুমি নির্দ্বিধায় সুবাস বিলাও—
বিনিময়ে একটু কি— ভালোবাসা পাও?
আমি ফুল— বিলাইনা সুবাস বিনিময়ের জন্য,
সুবাস বিলিয়ে-ই আমি হই ধন্য।
আর ভালোবাসা! কারো থেকে পাই, কারো থেকে পাই না,
ভালোবাসা ছাড়া আর— কিছুই চাই না।
সবার ভালোবাসায় আছি আমি মিশে,
জানিনা, কি হবে আমার— অবশেষে!
হয়তো শুকিয়ে গেলে রাখবে কেউ ধরে,
নয়তো আমায়, ছুড়ে ফেলে দিবে দূরে।
বেশিটাই হয়ে থাকে এই পরিণতি,
আমাকে দিয়ে কারো হয়না কভু ক্ষতি।

নির্দ্বিধা- মুক্ত ভাবে; পরিণতি- শেষ ফল।

বিদায় বন্ধু বিদায়

আজকের এ বিদায় বেলায়— বিদায়ী হাহাকার,
তাই তো সবার মনে যেনো উষ্ণ দুঃখের ঝড়।
আজকে থেকে ছুটির ঘন্টা বাজবে না তো মনে,
চলে যাবো সবাই মোরা আগাম প্রভাতের টানে।
চলে যাবো সবাই মোরা— ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে,
হয় তো কেউ করবে মনে অনেক দূরে গিয়ে।
নয় তো কেউ ভুলে যাবে পুরোনো সে স্মৃতি,
জ্বালবে না কেউ, মনে কভু বন্ধুদেরই জ্যোতি।
কারো কারো পড়বে মনে ছোট্ট বেলার কথা,
যা কারো হৃদয় মাঝে, রয়েছে আজও গাথা।
পবনের প্রবাহে দুঃখের ঝটিকা আস্তে আস্তে বাড়ে,
নিথর যেনো সবার মনে বাজে দুঃখের সুরে।

হাহাকার-অস্থিরতা; উষ্ণ-তীব্র; আগাম-আগামী;
প্রভাত-সকাল; জ্যোতি-আলো; পবন-বাতাস;
প্রবাহ- স্রোত; ঝটিকা-ঝড়; নিথর-নীরব।

স্বপ্নপুরী

চলছি মোরা স্বপ্নপুরী দেখতে সুখের স্বপন,
সুখে দুঃখে সবাই মোরা সবার-ই হই আপন।
সুখের আশায় সবাই মোরা ধরেছি একই গীত,
ছেড়েছে তরী, হয়েছে এখন প্রায় গভীর রাত।
পত্র লিখতে চাইছে মন সুখের ঠিকানায়,
জানিনা সে আছে কোথায়, হয়তো অজানায়।
ভাবছি এখন রাত পোহাবে, কখন ওঠবে সূর্য,
কালকে দিবায় সবার মনে বাজবে সুখের তুর্য।
থামবে তরী, নামবো মোরা, হবে কোলাহল,
হিমেল পবন বইবে হেথায় শিশির বাধা দল।
আঁখি মেলে দেখবো সবাই প্রভাতী স্বপ্নপুরী,
মনের আকাশে উড়বে তখন সুখের রঙ্গীন ঘুড়ি।
দেখতে দেখতে সময়টা যে কেটে যাবে বেশ,
তারপরেই খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবে শেষ।
বিকেল হবে বিকেল বেলা— সূর্য হবে ক্লান্ত,
এমনি করে দিনটি সেদিন হয়ে যাবে ক্ষান্ত।
ক্লান্ত রবি অস্ত যাবে— সন্ধ্যা নেমে আসবে,
স্মৃতির পাতায় পূর্ব সময় ছবি হয়ে ভাসবে।
রাত হলে-ই ফিরতে হবে সে দিশাতে ব্যস্ত,
রাত হবার-ই কিছু আগে সূর্য যাবে অস্ত।
স্বপ্নপুরীর স্বপ্ন দেখায় কাটবে সুখে দিন,
এ দিনটির স্মৃতি গুলো হবে অমলিন।
বেশ সুখেই কেটে যাবে স্বপ্নপুরীর চড়ুইভাতি,
নাড়ে ফিরে আসবে সবাই টানবে সুখের ইতি।

তুর্য-রণবাদ্য; তরী-নৌযান; হিমেল-ঠান্ডা; পবন-বাতাস; আঁখি-চোখ
প্রভাত-সকাল; রবি-সূর্য; অস্ত-সূর্য ডোবা; চড়ুইভাতি-বনভোজন।

জল বধূয়া

কলসি কাখে জল নিতে— যায় বধূয়া যায়,
মনের সুখে, মনের ভাষা, গানের সুরে গায়।
নদীর জলের ছায়ায় বধূর নিজের প্রতিচ্ছবি,
ঝলমলিয়ে দুলিয়ে দিলো আলোকময়ী রবি।
প্রতিচ্ছবি ঢেউয়ের সাথে নাচ্ছে তালে তালে,
জল বধূয়ার সমারোহ— নদী ভরা জলে।
নীল শাড়ী আর নীল পানিতে যেনো জলপরী,
এরা হলো পল্লী ফুলের জলতরঙ্গ নারী।
শাড়ীর আঁচল তলে আছে পল্লীবালার স্মৃতি,
মনটা তার গড়ে ওঠা দিয়ে শুধু প্রীতি।
এবার বধ জল নিয়ে ফিরছে ঘরের পানে,
অনেক চাওয়া জমে আছে তার মনের কোণে।
চাওয়া তার ছোট্ট মনে একটুখানি সুখ,
হয়নি পাওয়া কখনো তা, পেয়েছে শুধু দুঃখ।
মুখে তার হাজার চাওয়া আঁচল দিয়ে ঢাকা,
মনের মাঝে নীলাভ রঙে চাওয়া গুলো আঁকা।
বাকা তার মুখের হাসি যেনো— মুক্তা ঝরে,
মাঝে মাঝে থেকে থেকে তাকেই মনে পড়ে।

সমারোহ-জাঁকজমক; পল্লীবালা-গ্রাম্য তরুণী;
জলতরঙ্গ-জলের ঢেউ; বধুয়া-বউ; প্রতিচ্ছবি-ছবির প্রতিবিম্ব;
রবি-সূর্য; প্রীতি-পেম; নীলাভ-নীল।

এসো প্রিয়া

নব বর্ষের ঝিরি হাওয়া ডাকছে ঘরের বাহিরে,
এমন দিনের এমন ক্ষণে কার কাছে যাইরে?
সবাই আমার বন্ধু যে হায়— খুঁজি প্রিয়জন,
প্রেমী ভেবে কাকে আমি করবো নিমন্ত্রণ?
এমন ক্ষণে ফুল দিয়ে বলবো ভালোবাসি,
প্রিয়া খুঁজে না পাওয়ায়, দুঃখ রাশি রাশি।
বর্ষের এ পথম দিনে,
ভালোবাসার নিবিড় টানে।
প্রাণে আমার বাজে বাশি,
কাটাই একা দিবা-নিশি।
এখন!
মনের দুয়ার খুলে দিলাম শোনো হে— প্রিয়জন,
ভালো লাগলে নিতে পারো আমার এ মন।
চিরদিন বাসবো ভালো কথা দিলাম নববর্ষে,
ভালোবাসা বুঝবে তুমি মনেরই স্পর্শে।

প্রেমী-প্রেমিক/প্রেমিকা; নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ; ক্ষণ-সময়।

তোমায় ভালোবেসে

স্বপ্নপুরীর স্বপ্নের সে— রাজকন্যা তুমি,
মনের মাঝে তোমায় নিয়ে গড়েছি কাব্য আমি।
কাব্যের ভাজে মাঝে মাঝে দিয়েছি অনেক ছন্দ,
ছন্দের তরে সব পিছুটান হয়ে গেছে বন্ধ।
কুহেলী ঘেরা হৃদয়ে যেনো উঠলো নওল রবি,
সে রবির কিরণ যেনো আঁকছে তোমার ছবি।
ভাবি বসে একাকী আমি নিয়ে তোমার মন,
পেলাম বুঝি অবশেষে সাথী প্রিয়জন।
মনের শাখে বসলো এসে সুখ পাখিটি আবার,
এলো বুঝি মনাঙ্গনে সময়— সুখ পাবার।
ভাবছে এ মন তোমার হাতে রাখবে এ হাত,
কবে পাবো সুখের সে জ্যোৎস্না মাখা রাত?
তোমার ছোঁয়ায় মন মাজারে ফুটবে আবির ফুল,
সুখের মাঝে হারিয়ে যাবো, পাবোনা তো কুল।
সে দিনের অপেক্ষাতে গুণছি দিন বসে,
জীবন আমি করবো জয়— তোমায় ভালোবেসে।

কুহেলী-কুয়াশা; নওল-নতুন; রবি-সূর্য; কিরণ-আলো; শাখ-গাছের ডাল; মনাঙ্গন-মনের মাঝে; আবির-নানান; কাব্য-কবিতা; তরে-জন্য।

সেই তুমি

চিরচেনা সেই তুমি আবার দিলে হৃদে নাড়া,
তোমার স্মৃতি মনের মাঝে জাগায় নতুন প্রাণের সাড়া।
ওগো মোর 'সেই তুমি' দূরে আর থেকোনা,
স্মৃতির পাতায় নাড়া দিয়ে বাড়িওনা বেদনা।
নতুন করে দেখা দিয়ে চেতনা বাড়ালে,
মনে দহন জ্বালিয়ে, থাকো কেনো আড়ালে?
তোমার সেই চেনা সুর কাঁদায় আমায় সারাক্ষণ,
মন আমার উড় উড় আমি যেনো উদাসীন।
ভাবতে আমি পারিনা— তোমায় ছাড়া কিছু,
বেদনা ভরা স্মৃতি গুলো নিয়েছে মোর পিছু।
মন চায় সারাক্ষণ থাকি তোমার পাশে,
আপন করে কাছে নি, তোমায় ভালোবেসে।
'সেই তুমি' ভুলে ওগো যেওনা মোরে,
এসো তুমি চাঁদনী রাতে আমার মনের নাড়ে।
সুখের তারে ভাসবো দু'জন হাসবো আপন সুখে,
প্রীতি জড়ানো কোমল গান শুনবো তোমার মুখে।
এমন করে ভালোবেসো ওহে— সেই তুমি,
তোমার পানে আঁখি মেলে, সুখ পাবো আমি।

হৃদ-হৃদয়; দহন-আগুন; উদাসীন-বিরাগী; আঁখি-চোখ।

তুমি আর আমি

আশা ছিলো দুটি মন 'তুমি আর আমি',
ভালোবেসে দু'জনার দু'জন হবো প্রেমী।
চিরসুখী হবো আমি ভালোবেসে তোমায়,
নিয়ে তোমায় চলে যাবো সুখের সে চূড়ায়।
দু'জন মিলে থাকবো সুখে সারা জীবন ভর,
হৃদয় থেকে কখনো তোমায় করবো নাকো পর।
সে আশা আমার ভেঙ্গে গেলো তোমার ছলোনাতে,
ব্যথা বুকে দু'চোখ তাই ভিজলো ধারাপাতে।
কেমন করে পারলে তুমি, দিতে আমায় ব্যথা?
মনে পড়ে দিবা-রাতি সতত— সে কথা ।
বুঝলেনা তুমি অবুঝ মনের ভালোবাসা প্রীতি,
থামিয়ে দিলে জীবন তরী নিভিয়ে দিলে বাতি।
তবুও তোমার দোষ দেবো না, ভুল করেছি আমি,
নীরবে একা ভেবে দেখো— কি করেছো তুমি।
সব ভুলেও কখনো যদি এসো ফিরে তুমি,
হবো সুখী দু'জন মোরা— 'তুমি আর আমি'।

ধারাপাত-অবিরাম বৃষ্টিপাত; সতত-সর্বদা; প্রীতি-প্রেম; তরী-নৌযান; বাতি-প্রদীপ।

জন্ম আমার দুঃখ পেতে

জন্ম আমার হয়েছে হয়তো— শুনতে সুখের গল্প,
জীবন ঘিরে দুঃখই বেশি— সুখ! সে তো অতি অল্প।
স্বপ্ন আমার গগনচুম্বি— বাস্বতায় শূন্য,
জীবন আমার গড়েছে বিধি দুঃখ পাবার জন্য।
আশা আমার ঝলসে ওঠা দাপ্ত ওই মশাল,
হয়নি পাওয়া কোনো-ই কিছু, বুনেছি দুঃখের ফসল।
কোমল করেছি হৃদয় আমার, পেয়েছি শুধু ব্যথা,
দুঃখ নামের ঝরা পাতায়— রয়েছে সবই গাথা।
ভাবনা মুখর হৃদয় ছিলো নিথর নদীর পানি,
দুঃখ পেয়ে ঢেউ তুলেছে মনের নদী খানি।
বুকের ভিটায় সমাধিত সকল দুঃখের বোঝা,
সে বেদনা প্রতি রাতে দিচ্ছে আমায় সাজা।
নীরব মনে বসে গুণছি— ব্যর্থতার-ই প্রহর,
ভাবছি কবে, অন্মি হবে, জীবনের এ— সমর।

নিথর-নীরব; সমাধিত-কবর দেয়া; সমর-সংগ্রাম;
গগনচুম্বি-আকাশ ছোঁয়া; ভিটা-উঁচুভুমি; অন্মি-শেষ।

বিবাগী

দুঃখ ব্যথা বুকে বয়ে হয়েছে এ মন আবেগী,
অবশেষে বেদনা নিয়ে হলাম তাই বিবাগী।
সব কিছুই উদাস উদাস, মনে ভাষণ উষ্ণতা,
ছন্দে ছন্দে ক্লেশ রন্দ্রে, লিখছি বসে কবিতা।
পারিনা সাজাতে, বেদনার আঘাতে, ভেঙ্গে যায় সব ছন্দ,
ভাবনার জানালা বারে বারে আমার, করে দেয় শুধু বন্ধ।
বুঝিনা এ জীবন নিয়ে আমি, বেঁচে আছি কিভাবে?
উজাড় হয়ে নিজেই নিঃশেষ হলাম আজি নীরবে।
কেউ বোঝেনা আমার এ অবুঝ মনের ব্যথা,
কতো শত দুঃখ ব্যথার ছন্দ মাখা কথা।
পাইনা খুঁজে জীবন নদীর আদি কিংবা অন্ত,
দিনে দিনে বিবাগী এ মন চলছে হতে ক্ষান্ত।
কোনো একদিন শান্ত মন, টানবে জীবনের ইতি,
দুঃখ ব্যথা এক হয়ে, করবে— মরণ বৃতি।
ক্ষান্ত হবে সেদিন আমার আবেগী এ মন,
বলবে সবে হয়েছে আজি বিবাগীর মরণ।

বিবাগী-বৈরাগী; উদাস-বৈরাগ্য; উষ্ণতা-তীব্রতা;
ক্লেশ-কষ্ট; রন্দ্র-ছিদ্র; আদি-প্রথম; অন্ত-শেষ; বৃতি-বরণ।

ফিরবো নীড়ে

বিদায় নিয়ে ফিরবো যেদিন আমার আপন নীড়ে,
গড়ে ওঠা কিছু দিনের— মায়ার বাঁধন ছিড়ে।
দুঃখের তীরে নামবো সেদিন করবো স্মৃতি মনে,
করবে আমায় তোমরা মনে, এইনা চেনা গানে।
হারিয়ে যাবো দুঃখ মাঝে সইবো বসে ব্যথা,
পড়বে মনে সেদিন আমার, তোমাদের— এ কথা।
দুঃখ পেয়ে সেদিন আমার ঝরবে চোখের পানি,
চোখের জলে তখন কাউকে কাছে পাবোনা জানি।
তবুও ব্যর্থ চোখের পানি ঝরবে শুধু আমার,
চোখের জলে দুঃখ মুছে আমি হবো নিথর।
শান্ত হবে, অন্ত হবেনা, তোমাদের সব স্মৃতি,
সেদিন আমার কাছের মানুষ করবে সবে বৃতি।
স্মৃতির পাতায় থাকবে সবে, মুছে যাবেনা,
সেদিন স্মৃতি মনে করে আর— ব্যথা পাবোনা।

নীড়-আশ্রয়; তীর-পাড়; নিথর-নীরব; অন্ত-শেষ; বৃতি-বরণ।

বর্ষের শেষে

বর্ষের শেষে, উদাস বেশে— লিখলাম কিছু কথা,
ফেলে আসা অতীত স্মৃতি, কিছু কষ্ট— কিছু ব্যথা।
লিখতে বসে থেমে গিয়ে, নীরবে কিছু ভাবলাম,
ফেলে আসা দিন গুলোতে তেমন কি আর পেলাম?
হারালাম সব পেলাম শুধু ছলোনা আর ঘৃণা,
কাটেনি একটি দিনও আমার, দুঃখ পাওয়া বিনা।
সব পাওয়ার-ই অন্ত হলো ক্ষান্ত হলো বর্ষ,
কালকে দিবায় নববর্ষ করবে আমায় স্পর্শ।
জানিনা তো কেমন করে কাটবে বাকি দিন,
নাকি আমার সারা জীবনে দুঃখ অমলিন।
কেউ কি আমায় বলবে, 'ওগো ভালোবাসি তোমায়',
কেউ কি দেবে আমায়, তার উজাড় করে হৃদয়?
সে কথাই ভাবছি বসে, লিখছি আজি— নিশিতে,
চাইছি এসব লিখে রাখতে স্মৃতির সে পাতাতে।
অতীত স্মৃতি ভুলতে আমি, পারবো না তা জানি,
এমনি করে কেটে গেলো— অন্ত বর্ষ রজনী।

[পৃথিবী]
ধরণী, বসুমতী, বসুন্ধরা, অবনী, বিশ্ব, ধরিত্রী, জগৎ।
[সূর্য]
আদিত্য, দিননাথ, তপন, দিনেশ, প্রভাকর, দিবাকর, সবিতা, মিহির, রবি।

বর্ষের প্রথমে

আজকে আবার সে দিন, যেদিন বর্ষের প্রথম দিবা,
বর্ষের এ মিলন মেলায় এক হলো আবার সবা।
প্রিয় মানুষ আছে যতো ফুল দিচ্ছে সবারে,
শুভ বার্তা শুনায় সবে নিজের আপন সে সুরে।
আবেগ ভরা ভালোবাসা, সবার— মনে মনে,
ভালোবাসার সুখের বাতা, উড়ছে প্রাণে প্রাণে।
আমি দুঃখি, শুধু লিখি, নিজের যতো কথা,
যাতে আছে কিছু দুঃখ, আর কিছু— ব্যথা।
অযথাই কাটবে নাকি বাকি দিন গুলো,
এ জীবনে মনটা আমার শুধুই ব্যথা পেলো।
এ কেমন জীবন আমার বুঝিনা তো আমি,
দুঃখ পেয়ে হৃদয় আজ— ধু-ধু মরুভূমি।
জানি আমি সুখ পাবোনা, দুঃখ হবে সাথী,
সে বেদনার দুঃখ দিয়ে অশ্রু মালা গাথা।
দুঃখ পাবো জানি আমি বর্ষের প্রতিদিনে,
দুঃখ আমার চিরসাথী নিলাম তাই মেনে।

দিবা-দিন; সবা-সবাই।

[সমুদ্র]
অর্ণব, সিন্ধু, পাথার, পয়োধি, বারিধি, সাগর, নীলাম্বু।

কেমন জন্ম দিন?

এ কেমন জন্ম দিন তোমরা আমায় বলোনা?
স্মৃতি গুলো মনে করতে কেক কাটা হলোনা।
জ্বললো না তো মোমের আলো, বাজলো না সুরে গান,
শুভেচ্ছাও জানালো না আমায়, নিবেদিত কোনো প্রাণ।
বললো না কেউ 'সুখে থেকো তোমার জন্ম দিবায়',
সে সুখে আজ— হৃদয় পুড়ছে, দুঃখের দাপ্ত আভায়।
কেমন আমার নিয়তিটা ভাবি সারাক্ষণ,
আপন দুঃখে বারে বারে কেঁদে ওঠে মন।
তবুও আমি ভালো আছি দুঃখের কথা বলছিনা,
সুখের আশায় সে পথ ধরে কখনো আর চলছিনা।
নিয়েছি মেনে নিজের দুঃখ, সয়েছি সব ব্যথা,
এমন করে বলতে চাইনি মনের আপন কথা।
বললাম শুধু এ কারণে দুঃখ যদি ঝরে,
দুঃখ আমার ঝরলো কই? রইলাম শুধু পড়ে।
জন্ম দিনের এমন দিনটি কাটলো কঠিন দুঃখে,
একলা ঘরে নিবিড় মনে রাখলাম তাই লিখে।

দীপ্ত-উজ্জ্বল; আভা-অগ্নি শিখা; নিয়তি-ভাগ্য; নিবিড়-গাঢ়।

ভাবিনি কাঁদবো

তুমি চলে গেছো যখন কাঁদিনি তখন,
একাকী কেঁদেছি সে রাতে,
ভাবিনি কাঁদবো কখনো আমি,
তোমাকে বিদায় দিতে।
তবুও কেঁদেছি আমি একা একা,
লুকিয়ে গোপনে দেখেনি কেউ,
তোমার দেয়া ব্যথায় এ হৃদয়ে
জমে ছিলো প্লাবন-ঢেউ।
তোমার স্মৃতিতে ডুবে কাটিয়েছি আমি,
নির্ঘুম কতো শত রাত,
চিৎকার দিয়ে করেছে এ মন,
শত ব্যথা নিয়ে আর্তনাদ।
তুমি চলে গেছো, ব্যথা দিয়েছো,
কাঁদিয়েছো আমায়,
তবু আজও আমি ভুলিনি প্রিয়ো,
ভুলিনি তো তোমায়।

প্লাবন-ঢেউ; নির্ঘুম-ঘুমহীন; আর্তনাদ-ব্যথা ভরা চিৎকার।

মেঘের চূড়া

তোমায় নিয়ে সেথায় যাবো
যেথায় মেঘের চূড়া,
তোমায় নিয়ে থাকবো সেথায়
যেথায় অসীম তারা।
তোমায় নিয়ে বাঁধবো ঘর
সুখের খুটি দিয়ে,
তোমায় নিয়ে দেখবো স্বপন
সুখ সীমানা পেয়ে।
তুমি থাকবে মনের মাঝে
সারাদিন-সারাক্ষণ,
যুগল পথ চলায় হবে
অসীম সুখের প্লাবন।
তুমি শুধু তুমি হয়ে
থেকো মনের মাঝে,
খুঁজে দেখো আমায় তুমি
তোমার মনের ভাজে।

[চক্ষু]
চোখ, আঁখি, অক্ষি, নয়ন, নেত্র, লোচন, দৃক, দৃষ্টি।

[চাঁদ]
ইন্দু, শশী, চন্দ্র, শশাঙ্ক, শশাধর, শশধর, সুধাংশ।

প্রিয়া তুমি

তুমি সুবাসিত গোলাপের
পাপড়ির শিশির,
তুমি মন কাড়া কোকিলের
মধুর সুর।
তুমি রূপকথার কাল্পনিক
সেই নাইকা,
তুমি আমার মনের
প্রথম লিপিকা।
তুমি শিল্পীর কাঙ্খিত
সুমধুর সুর,
তুমি আমার আঁধার মনের
আলোকময়ী নর।
তুমি উচ্ছল তরঙ্গের
ছোট্ট একটি ঢেউ,
আমি ছাড়া তোমায়
বোঝেনি তো কেউ।
তুমি বিধাতার
অপরূপ সৃষ্টি,
আমি তাই হারিয়ে গেছি—
দেখে তোমার দৃষ্টি।

লিপিকা-লেখার লাইন; নূর-আলো; উচ্ছল-উপচে পড়া; তরঙ্গ-ঢেউ।

তুমি আমার নদী

প্রিয়ো, প্রেমে পড়ে পাগল হলাম তোমার তরে,
চিরদিন চিত্ত চৌকাঠে বেধে রেখো মোরে।
শয়নে স্বপনে সংশয় সয়ে রেখো হিয়ায়,
আমাকে আপন আদরে নিও তোমার খেয়ায়।
তোমাকে ভেবে, জবানে জপে, কাটাই সারা বেলা,
তোমার স্মরণে হৃদয়ে আমার বইছে প্রেমের দোলা।
তুমি তো সেই তমি— আমার মনের নদী,
আপন হয়ে থাকবো তোমার, আমার হও যদি।

তরে-জন্য; চিত্ত-আত্মা; সংশয়-সন্দেহ; হিয়া-হৃদয়।

[নদী]
গাঙ্গ, তটিনী, প্রবাহিনী, স্রোতস্বিনী, তরঙ্গিনী, কল্লোলনী, সবিৎ, নির্ঝরিণী।

[অগ্নি]
অনল, আগুন, পাবক, বহ্নি, দহন, হুতাশন, হতাভুক, সর্বভুক, বৈশ্বনর, শিখা।

হে— প্রিয় মানসী

তোমার হাসিতে আছে মায়া,
তীব্র প্রেমের ছায়া।
বেধেছো বুকে প্রেম,
দিতে তার দাম।
উজাড় করেছি বুকের ভালোবাসা,
বেধেছি মনে নব আশা।
তুমি দূরে কেনো— মানসী?
তোমায় ভাবি দিবা-নিশি।
তোমার প্রেমের আভায় পুড়ে,
হৃদয় খুড়ে খড়ে।
আজ আমি উদাসী,
হে— প্রিয় মানসী।
যদি ভুলে যাও কভু মোরে,
বাধো বাসা অন্য নাড়ে।
আমি হবো সমাধিত,
রবো চিরন্ন ব্যথিত।
যেওনা ভুলে কখনো মোর সখী,
হৃদয়ে আমায় রেখো লিখি।
জানি ভুলবোনা তোমায়, প্রেয়সী,
হে— প্রিয় মানসী।

তীব্র-উষ্ণ; নব-নতুন; আভা-অগ্নি শিখা; নীড়-আশ্রয়; সমাধি-কবর; ব্যথিত-ব্যথাগ্রস্থ।

ভেঙ্গোনা স্বপ্নভূমি

তুমি নিষ্ঠুর বলে— আজও একা কাঁদি,
ব্যথা দিয়েছো বলে-ই দু'চোখে নদী।
তবু রেখেছি তোমায় বুকেরই গভীরে,
ভেবে একথাই যদি এসো কখনো ফিরে।
দূরে থেকোনা, ব্যথা দিওনা তুমি,
ভেঙ্গোনা বুকের সাজানো স্বপ্নভূমি।
চাইবে যা তুমি, তা-ই হবে,
সুখে দুঃখে তুমি আমার-ই রবে।
ওগো প্রিয়তমা প্রাণের রাগিণী,
তুমি আমার হবে না, তা তো ভাবিনি।
ছলোনা ভুলে তুমি কাছে এসো,
এ অবুঝ মনটাকে ভালোবাসো।
এ আমার চির কামনা— ভাবনা,
পারিনা সইতে এতো যাতনা— বেদনা।

রাগিণী-গানের সুর বিশেষ; যাতনা-ব্যথা; বেদনা-ব্যথা।

ফুল বাগানের মালি

ফুল বাগানের মালি হয়েও
ছুতে পারিনা ফুল,
রোজ প্রভাতে দেখি শুধু
হই তাতে ব্যাকুল।

কি হবে এ জীবন দিয়ে— অধিকার বিহীন?
চুপসে শুনি প্রতিদিনই হৃদয়ের রোদন।
সুবাস পাই মাঝে মাঝে আভাস পাইনা,
প্রতিদিনই মন ধরে ছোয়ার বায়না।

জানিনা অবশেষে কি হবে যে, আমার?
বুকের মাঝে বেদনাতে হয়েছে পাহাড়।
সে ফুল পাবো কিনা, আজও জানিনা,
আমি কি একা ভাবি, সে কি ভাবেনা?

মালি-যে বাগানে কাজ করে; রোদন-কান্না;
সুবাস-ঘ্রাণ; বায়না-আবদার।

মা যখন কাছে নেই

[উৎসর্গ- প্রিয় মা]

মা— তুমি যখন ছিলেনা আমার কাছে,
বুঝেছি তখন, জীবন যেনো– সবটাই মিছে।
কাছে কেউ টানেনি মা, তোমার মতো করে,
যখন তুমি আমায় ছেড়ে, ছিলে অনেক— দূরে।
তুমি যেমন আদর করে বলতে, 'খোকা খেতে আয়',
সান্না দিতে এ আমাকে, রাখলে ঘিরে পরাজয়।
তেমন কেউ করেনি মা, তুমি যখন ছিলে না,
বুঝেছি আমি তোমায় ছাড়া– ভালোবাসা মিলে না।
দূরে যখন ছিলে তুমি খুঁজেছি আমি তোমায়,
চেনা কোনো সুরে আর আকাশের ওই তারায়।
দেখেছে ওই তারারা সব, আমার চোখের জল,
পাইনি কোনো সান্না আমি, দুঃখ বেঁধেছে দল।
বলো মা? আমায় ছেড়ে আর, কখনো দূরে যাবে না,
এমন করে দুঃখ ব্যথা, কখনো-ই আর দিবে না।
দূরে যদি যেতে হয় মা, আমায় সঙ্গে নিও,
ভালোবাসার অপূর্ণতা পূরণ করে দিও।

[দুঃখ]
মনস্তাপ, কষ্ট, বিষাদ, বেদনা, আনন্দহীন, মুষড়ে পড়া, ব্যথা।

হারিয়ে গেছে বাবা

[উৎসর্গ- প্রয়াত বাবা]

বাবা তুমি এমনি করে হারিয়ে যাবে
কখনো ভাবিনি আমি,
শূন্য মাঝে হারিয়ে গিয়ে
রইলে কেনো তুমি?
যাবার বেলায় বললেনা তুমি
'খোকা আমি যাই',
হঠাৎ করে শুনতে পেলাম
তুমি নাকি নাই।
খবর পেয়ে হৃদয়ে আমার
হলো শত ক্ষত,
অসীম ব্যথা পেলাম বুকে
প্রথম বারের মতো।
কোনো সান্নাই আমায় সেদিন
করতে পারেনি শান্,
মানবো আমি কেমন করে
তোমার জীবন অন্?
তোমার মলিন মুখটি দেখার
পন্থা না-ই পাই,
সমাধিত করতে তোমায়
বাড়ি নিয়ে যাই।
থাকলে তুমি ঘুমিয়ে বাবা
দেখছে সবাই এসে,
বলছে সবাই আছ তুমি
বেহেস্ বাসি বেশে।

আমার মনের করুণ ব্যথা
বলবো আমি কাকে,
দেখছে কেউ, যাচ্ছে দেখে
রাখছে তোমায় ঢেকে।
সবাই এবার অপেক্ষাতে
পড়বে জানাযা নামাজ,
আমি তখন শুনছি বাবা
তোমার বিদায়ের আওয়াজ।
নামাজ পড়ে তোমায় নিয়ে
চললো বেনুবনে,
লিখতে গিয়ে সে কথাটি
কষ্ট পেলাম মনে।
ধরাধরি করছে এবার
তোমায় কবর দিতে,
একটি পলক দর্শন বাবা
পারিনি তো দিতে।
কেমন নীতির পৃথিবীতে
করছি বাবা বাস,
খুঁজে পাইনা এ ভাবনাটির
শুরু কিংবা শেষ।
ব্যস্তার-ই মাঝে তোমায়
ঢেকে দিলো সবে,
কেমন করে বাবা তুমি
একা একা রবে?
রাতে তুমি বের হতে না
আমায় সঙ্গে ছাড়া,
সে কথাই হৃদয়ে আমার
দিচ্ছে শুধু সাড়া।

বাবা তুমি একলা ঘরে
থাকবে চিরকাল,
আমরাও তো আসবো সবে
আজ অথবা কাল।
তোমার স্মৃতি বুকের মাঝে
বাড়ায় শুধু জ্বালা,
পরালে তুমি আমার গলে
কোন্ বিষাদের মালা?
সদা মনে তুমি আমার
তোমায় শুধু স্মরি,
তোমার লেখা কথাগুলো
মাঝে মাঝে পড়ি।
রেখে যাওয়া তোমার সেই
বই গুলো আর লালকালি,
পাতাগুলো মেলি আর
চোখের অশ্রু ফেলি।
বাস ভবনের সব জায়গাতে
তুমি আছো মিশে,
জীবন খাতার পাতা গুলো
ডুবে গেলো বিষে।
আশা ছিলো মনে আমার
রাখবো তোমায় সুখে,
সব আশাই ভেঙ্গে দিয়ে
চলে গেলে রেখে।
এমন তুমি করবে বাবা
আগে যদি জানতাম,
তবে কি আর তোমায় বাবা
দূরে যেতে দিতাম?

বিদায় চিরন্তন

তোমরা আমায় দাও না আজি বিদায় চিরন্ন,
রুদ্ধ করে চাওয়া-পাওয়ার সকল বাতায়ন।
চাইবো না আর তোমাদের কাছে কখনো-ই কিছু,
ফিরে তাকাবো না কখনো আর জীবনের পিছু।
এবার মোর ঠিকানা করো, ওই বেনুবন,
কাধে করে নিয়ে চলো তোমরা জনে জন।
জীবনের তরে সাজ-সজ্জা করে দাও শেষ,
অন্মিমের এ অরঙ্গতায় মানিয়েছে বেশ।
একাকী বনে রেখে আমায় যখন তোমরা আসবে,
তখন আমার স্মৃতি গুলো হৃদয় মাঝে ভাসবে।
বাজবে মনে নীরবতার সেই করুন সুর,
আমি তখন তোমাদের ছেড়ে থাকবো বহু দূর।
এরপরেই যতো দিন অতীত হতে চলবে,
ধীরে ধীরে আমার স্মৃতি তোমরা সবাই ভুলবে।
তুলবে না আর আমায় নিয়ে তোমরা কোনো কথা,
পড়লে মনে আমার কথা পাবেনা আর ব্যথা।
এমনি করে মন থেকে, আমি মুছে যাবো,
কিছু দিন পর পর— হৃদয়ে নাড়া দিবো।

বাতায়ন-জানালা; বেনুবন-বাশ বাগান; অন্মিম-শেষ; অরঙ্গতা-রং হীন; চিরন্ন-চিরকালীন; তরে- জন্য।

আমার জীবনান্নের দুইশত বছর পর আমাকে স্মরণ করার কোনো ব্যক্তি থাকবে না। এটা সবার জীবনেই হবে, আমরা অনেকেই তা অনুভব করিনা। আমার মরণের পরও যেনো কেউ এক মুহূর্ত আমার কথা ভাবে, আমায় স্মরণ করে, তারই প্রচেষ্টায় আমার এ লেখালেখি। আমরা আমাদের রহস্যময় জীবনের দুইশত বছর আগে এবং দুইশত বছর পরের সংবাদের আংশিক অনুভব করি তারপর সবই নিশ্চিহ্ন হয়, বিদায় হয় নিজ জীবনের স্মৃতির। আমরা অস্বাভাবিক পথে এসে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করে আবার অস্বাভাবিক ভাবেই বিদায় নেই।

—ঃ সমাপ্ত ঃ —